প্রথম আলো

তারিখ ... 6 FEB. 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫ ...

দাবি মানার পর পটুয়াখালী শান্ত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দপ্তর ঘেরাও

রাজশাহী ও পটুয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের একাংশ গতকাল বৃহস্পতিবার প্রায় এক ঘণ্টা ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের দপ্তর ঘেরাও করে রাখে। এ সময় উপাচার্যের সঙ্গে শিক্ষকদের তীব্র বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে শিক্ষকেরা উপাচার্যের পদত্যাগও দাবি করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজের (আইবিএস) পরিচালক পদে নিয়োগ প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে এ ঘটনা ঘটে। শিক্ষকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত সব ধরনের নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ রাখাসহ অবিলম্বে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করেন। একপর্যায়ে উপাচার্য আইবিএসের পরিচালক পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ রাখা হবে মর্মে আশ্বস্ত করলে শিক্ষকেরা বেলা একটার দিকে উপাচার্যের দপ্তর ত্যাগ করেন।

এদিকে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা অনুষদের (বিএএম) শিক্ষার্থীরা ৫ দফা দাবিতে গতকাল বেলা ১১টা থেকে একাডেমিক কাউন্সিলের সভার কক্ষের অবস্থান নিয়ে শিক্ষকদের অবরোধ করে রাখেন। এতে উপাচার্য, রেজিস্ট্রার, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, শিক্ষক-কর্মকর্তাসহ শতাধিক ব্যক্তি অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। পরে সন্ধ্যা সাতটায় পাঁচ দফা দাবি মেনে নেওয়া হলে আন্দোলনকারীরা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয়।

রাজশাহী : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষক গতকাল সকাল ১০টার দিকে উপাচার্যের কার্যালয়ে গিয়ে সব ধরনের নিয়োগ বন্ধ রাখার দাবি জানান। একপর্যায়ে শিক্ষকেরা ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. মামনুল কেরামতকে অবরোধ করে রাখেন। এ সময় উপাচার্যের সঙ্গে শিক্ষকদের তীব্র বাগ্‌বিতণ্ডা হয়।

প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, আইবিএসের পরিচালকসহ বিশ্ববিদ্যালয়ে সব ধরনের নিয়োগ কার্যক্রম বন্ধ রাখার জন্য প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের পক্ষ থেকে গতকাল ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যকে বলা হয়েছে। এর পরও যদি নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা হয়, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে শিক্ষকেরা কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য তিনি সরকারের কাছে অবিলম্বে নতুন উপাচার্য নিয়োগ দেওয়ার জোর দাবি জানান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. মামনুল কেরামত জানান, ৪ ফেব্রুয়ারি আইবিএসের পরিচালকের পদ শূন্য হলে সেখানে ড. জয়নাল আবেদীনকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু শিক্ষকদের দাবির মুখে শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সবার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেই ওই পদে কাউকে নিয়োগ দেওয়া হবে।

পটুয়াখালী : ব্যবসায় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা (বিএএম) অনুষদের শিক্ষার্থীরা গত বুধবার সকালে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ, শ্রেণীকক্ষ সংকট দূরীকরণে নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ, শিক্ষাসফর ১০ দিন থেকে বাড়িয়ে ১৫ দিন করা, দৈনিক ভাতার হার ২৫০ থেকে ৩৫০ টাকায় বৃদ্ধি করা, বিশেষজ্ঞ ডিন নিয়োগ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএর অনুসরণে নম্বরপত্র ও সনদপত্র প্রদানের দাবি জানিয়ে রেজিস্ট্রারের কাছে একটি স্মারকলিপি দেন। চলমান আন্দোলনের অংশ হিসেবে গতকাল সকালে ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। পরে তাঁরা উপাচার্যসহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন শিক্ষক-কর্মকর্তাদের অবরোধ করে রাখেন।

পরে দুপুর একটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র সহকারী রেজিস্ট্রার আবদুল হাকিম খান স্বাক্ষরিত এক নোটিশে ব্যবসায় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা অনুষদের কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত ও শিক্ষার্থীদের দুপুর দুইটার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে উপাচার্য ড. সৈয়দ শাহাওয়াত হোসেন সংবাদ সম্মেলনে দাবি মানার আশ্বাস দেওয়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগের নির্দেশ ও অনুষদের কার্যক্রমের স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে নেওয়ার ঘোষণা দেন।